শ্রীশ্রীমদ ভাগবতস্বামী মহারাজের
কতিপয় উপদেশাবলী

শ্রীধাম-নবদ্বীপ-বড়ালঘাটস্থিত শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দ-লীলামৃত
সেবা প্রতিষ্ঠানের ৭ম বার্ষিক "শ্রীমদ্ভাগবত" পাঠ
প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে—

* উপহার *

শ্রীকালিদাস সাহা কর্তৃক প্রদত্ত।

Vrindavan Das

Govind Kund

Vrindavan, Mathura

Nityanand Baba Ashram

শ্রীশ্রীমদ্‌ভাগবত স্বামী মহারাজের কতিপয় উপদেশাবলী

শ্রীশ্রীগুরুচরণ-কমলেভ্যোনমোনমঃ।
শ্রীশ্রীরাধামদনগোপালদেবো বিজয়তে।

১। শ্রীভগবানের কারুণ্যঘন অবতারই শ্রীগুরুবিগ্রহ। ভগবৎ প্রকাশক জ্ঞানময় বিগ্রহই শ্রীগুরুরূপে প্রকাশ পান। শ্রীগুরুতত্ত্ব ভগবৎ প্রিয়তত্ত্ব।

২। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিষ্কপটে সেবা বিনা ভজনই সিদ্ধ হইতে পারে না। শ্রীগুরুপ্রসন্নতা বিনা ভগবদ্ভক্তি ভজন কোনপ্রকারেই সিদ্ধ হইতে পারে না। ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের অবিসম্বাদিত সত্য সিদ্ধান্ত। একমাত্র গুরুভক্তিদ্বারা অনায়াসে সকল অনর্থ জয় করা যায়।

৩। সর্ব্বগুণসার, ভজনীয় সার, অপারকরুণা পারাবার শ্রীভগবানের করুণাই যেন ঘনীভূত হইয়া মূর্ত্তি পরিগ্রহ করতঃ সাধু এবং গুরুরূপে জীবের পরম কল্যাণার্থে জগতে প্রকটিত হইয়াছেন। যে ভাগ্যবান সাধক শ্রীগুরুবিগ্রহে শ্রীভগবানের আত্মপ্রকাশিকা গুরুশক্তি উপলব্ধি করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বসিদ্ধি করতলগত করিয়াছেন, ইহা সুনিশ্চিত।

৪। সাধক যখন নিজের দেহমনপ্রাণ ইন্দ্রিয়ের প্রতি অবয়ব গুরুকৃপামৃতের ধারায় অভিষিঞ্চিত হইতেছে উপলব্ধি করেন, তখনই তাহার সাধনা পূর্ণ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। গুরুদেব কর্ত্তৃক নাম, মন্ত্র

যাহা পাওয়া গিয়াছে উহাতে দৃঢ় শ্রদ্ধাভক্তি বিশ্বাস রাখিয়া ঐগুলি আস্বাদন করাই গুরুসঙ্গ করা।

৫। ভগবদ্ভক্তিময় জীবন লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে হইলে, ভক্তিময় স্বরূপ শ্রীগুরু এবং মহাভাগবত শ্রীবৈষ্ণবসঙ্গ লাভ একান্ত প্রয়োজন। শ্রীভগবদ্ভক্তি লাভই মনুষ্যজীবনের চরম ও পরম কৃতার্থতা।

৬। সাধুগুরু নাম ধারণ করিয়া মূর্ত্তিমৎ ভগবৎ করুণাবিগ্রহ জগতের পরম মঙ্গল বিধানের নিমিত্ত বিচরণ করিয়া থাকেন।

৭। ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা মনুষ্যের জন্যই। আগে ভদ্র হও, পরে ভক্ত হইবে। তুমি গৃহী হও, সন্ন্যাসী হও, সাধনের মাপকাঠি রাখিও।

৮। ছোট জিনিষকে বড় করিয়া দেখা ভাল। কিন্তু বড় জিনিষকে কখনও ছোট করিও না, উহা মহা অপরাধজনক।

৯। তোমরা সাধু হও আমি চাই না, ভক্ত হও আমি চাই না, বৈষ্ণব হও আমি চাই না। সর্ব্বদা ভগবৎস্মৃতিময় জীবনযাপন করিবে, ইহাই আমার হার্দ্দ্য। সর্ব্বত্র ভগবৎসত্তানুভূতি ভগবানে আত্মসমর্পণের স্বাভাবিক ফল।

১০। সৎ মহাপুরুষের সঙ্গে মনুষ্যের নবজীবন লাভ হয়। সৎ-সঙ্গের প্রভাবে জীবনপ্রবাহ অভিনবতার মধ্য দিয়া প্রকৃত সার্থকতার দিকে ঘুরিতে থাকে। সৎমহাপুরুষের আশীর্ব্বাদ ও শুভাকাঙ্ক্ষা ভগবান কখনও বিফল করেননা।

১১। সর্ব্ব অবস্থাতেই ভগবৎ শরণাগতি ভাব হৃদয়ে পোষণ করিবে। ভগবানকে ভুলিয়া সংসারকে সার মনে করিও না। হরিবোলা সংসার করিও, হরিভোলা সংসার করিও না।

১২। প্রকৃত দৈন্যই শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ যজ্ঞের পূর্ণাহুতি। দীনতাই ভক্তির জীবন। যে হৃদয়ে দৈন্য নাই সে হৃদয় ভক্তির আবাস-স্থল হইতে পারে না।

১৩। আমি ভূলোকে দ্যুলোকে নয়নের অন্তরালে যেখানেই থাকিনা কেন, তোমরা মনে মনে যাহাই নিবেদন করিবে আমি তাহা শুনিতে পাইব। ইহাতে বিশ্বাস রাখিও, স্মরণ রাখিও।

১৪। ভাবের বাতি বাহিরে প্রকাশ করিও না, নিভিয়া যাইবে। জীব সর্ব্বতোভাবে ভগবানের অধীন ইহা মনেপ্রাণে বুঝিতে পারিলে জীবের জীবন্মুক্ত দশা জাত হইল বলিয়া জানিবে।

১৫। ওষ্ঠ, জিহ্বা চালনা পূর্ব্বক দিবানিশি শ্বাসপ্রশ্বাসে জাহ্নবী ধারাবৎ নয়নজলে নামানন্দে বিভোর থাকিতে সকলকে উপদেশ দিতেন।

১৬। জপ, অর্চ্চন, কীর্ত্তন নিয়মিতভাবে প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে করার উপদেশ দিতেন। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে অভাবে প্রাতঃকালে গুরূপদিষ্ট জপ-অর্চ্চনাদি কিছুটা অবশ্যই করিতে বলিতেন।

১৭। ভগবদ্ বিষয়িণী সেবনাত্মিকা কায়বাঙমনোবৃত্তিই ভক্তি। এই ভক্তি বৃত্তিটি সর্ব্বথা প্রাকৃত শরীর, ইন্দ্রিয়, মনের বিষয় নহে এবং জীবের কোনপ্রকার কৃতিসাধ্যের অন্তর্ভূ'তও নহে। একপ্রকার ভাগবতী শক্তির নামই ভক্তি। বলা যাইতে পারে ভগবত্তত্ত্বের প্রকাশকারিণী একপ্রকার শক্তির নামই ভক্তি। একই "ভক্তি" নাম্নী ভগবানের চিদানন্দ শক্তির প্রথম আবির্ভাবের নাম "সাধন" আবার ফলরূপে দ্বিতীয় আবির্ভাবের নাম সাধ্য।

১৮। ধর্ম্ম আচরণের ফলে হৃদয় নির্ম্মল হইয়া হিংসাদ্বেষ,

মাৎসর্য্য, গর্ব্বাদি কলুষিত ভাব সকল নির্ম্মূল হইয়া যায়। সর্ব্বভূতে ভগবদন্তর্যামিতা জ্ঞানে সর্ব্বভূতে সৌহার্দ্দ্য লাভ করাই ভগবৎ পরিতোষণ।

১৯। ভক্তি উদিত হইলে সাধকের ভগবানে, শাস্ত্রবাক্যে একান্ত বিশ্বাস, সংসারের সবকিছুতে অনিত্যতাবোধ, আনকথায় ও আনকর্ম্মে একান্ত বিরক্তি, ভগবানে সাধুগুরুর কথায় ডুবে থাকতে ভাল লাগা, শ্রীনামে অবিচল নিষ্ঠা, সংসারে কেহ আপন আছে, একমাত্র ভগবান ছাড়া, ইহা বিশ্বাস করিতেও ইচ্ছা হয় না ; সংসার ভাল লাগা তো দূরের কথা।

২০। প্রত্যহ শ্রীগীতা, ভাগবতের কিয়দংশ পাঠ করিবে। অভাবে স্তবপাঠ, উচ্চ করিয়া নামকীর্ত্তন করিবে। প্রত্যহ গুরুবন্দনার স্তোত্রাদিপাঠ অবশ্যই করিবে।

২১। ভাবের বাতি বাহিরে প্রকাশ করিও না, বাতি নিভিয়া যাইবে। হৃদয়ের অভ্যন্তর আলো কর।

২২। ভগবৎ কথা পাঠাদি কার্য্যে উপবিষ্ট হইয়া ইতর রসিকতা করা উচিত নয়। ভগবৎ কথা কীর্ত্তনকে সাক্ষাৎ ভগবদর্চ্চন মনে করিয়া সংযত থাকা উচিত, কোনপ্রকার প্রাকৃত চাপল্য প্রকাশ করা উচিত নয়।

২৩। ভক্তির সাধন ভগবৎ শ্রবণকীর্ত্তন অর্চ্চনাদিকে ব্যবসা-বাণিজ্যের মত জীবিকার উপায় করিবে না। ইহাতে গুরুতর অপরাধের ফলে পাতিত্যদোষগ্রস্ত হইতে হয়।

২৪। নিষ্কপট দৈন্য দেখিলে মহাপুরুষগণ কৃপার্দ্র হইয়া বাঞ্ছিত ফল দান করেন। কপট দৈন্য দেখিলে সাধুগুরুগণ দুঃখই পান।

২৫। সাধু মহাত্মাদিগকে নিজ গুরুর প্রতিনিধিই মনে করিয়া গুরুবৎ ভক্তি করা উচিত। সাধুগুরুই ভগবানের আলোক, তাঁহারাই সাধনপথের চৌকিদার।

২৬। মনুষ্যজীবন দুর্ল্লভ, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি জীবনে কৃষ্ণভজনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন, কেননা—নরতনু ভজনের মূল।

২৭। সংসারে ত্রিতাপ জ্বালায় নিরন্তর দহ্যমান জীবের জীবন ধারণ বিড়ম্বনামাত্রে পর্য্যবসিত হয়। বুদ্ধিমান যিনি তিনিই তাহা বুঝিতে পারেন। এই জ্বালাময় সংসারে সুখশান্তিময় জীবনলাভের একমাত্র উপায় সাধুমহাপুরুষগণের করুণা এবং তাহাদের সঙ্গ।

২৮। অখণ্ড জ্ঞানানন্দস্বরূপ পরতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞানের অভাবময় বিমুখতা নিবন্ধন জীব অনাদিকাল হইতে মায়াবৃত্তি অবিদ্যা কর্ত্তৃক গ্রস্ত হইয়া নিজের স্বরূপজ্ঞান ভুলিয়া গিয়াছে এবং মায়ার রচিত দেহাদি জড়বস্তুতে আত্মভাব পোষণ করিয়া মায়ার বৃত্তি কাল কর্ম্মগুণাদির অধীন হইয়া সংসারের আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ তাপে নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে। জীবের এই দুঃখত্রয়ের আত্যন্তিক নিবৃত্তি এবং পরমানন্দ প্রাপ্তিরূপ পরমফল সাধিত হয় যাহার দ্বারা, তাহাই প্রকৃত সাধন।

২৯। ভগবৎ সম্বন্ধীয় ধর্ম্মাচরণ অশেষ মঙ্গলের নিদানভূত। ভাগবতীয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা তো দূরের কথা ইহা শ্রবণ করিলে, পাঠ করিলে এতদ্বিষয়ে যথা কথঞ্চিৎ মনঃসংযোগ করিলে ইহাকে আদর করিলে কিংবা অনুমোদন করিলে দেববিশ্বদ্রোহাচরণকারীও সদ্য সদা পবিত্র হইয়া থাকে। যাহার অনুষ্ঠানের ফলে এতদিক দিয়া এতরকমে

মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে, তাহা করা যে কেবলমাত্র কর্ত্তব্য তাহা নহে পরন্তু সামর্থ্য থাকিতেও যাঁহারা এই জাতীয় ভগবদনুষ্ঠান অবহেলা করেন, তাহাদের অপরাধ সৃষ্টি হইয়া থাকে।

৩০। ভগবৎ পরিতোষণের প্রতি সতত লক্ষ্য রাখিয়া যাহারা ধর্ম্মের অঙ্গ উপাঙ্গ স্থানীয় আচারাদি প্রতিপালন করেন তাহাদের হৃদয়ে হিংসাদ্বেষাদি প্রবল হইতে পারে না। ধর্ম্ম আচরণের ফলে হৃদয় নির্ম্মল হইয়া হিংসাদ্বেষ মাৎসর্য্য গর্ব্বাদি কলুষিত ভাব সকল নির্ম্মূল হইয়া যায়। সর্ব্বভূতে ভগবদন্তর্য্যামিতা জ্ঞানে সর্ব্বভূতে সৌহার্দ্দ্য লাভ করাই ভগবৎ পরিতোষণ।

৩১। শ্রীনাম মুমূর্ষুকে জীবন দান করে, শোকার্ত্তকে শোক ভুলিয়ে দেয়, দাম্ভিক ব্যক্তিকে এনে দেয় দৈন্য, নির্ধনীকে ধনী করে, রোগীকে রোগমুক্ত করে দেয়; কিন্তু নামের মুখ্য ফল প্রেম।

৩২। এখন আর ভাবনা কি রে ভাই।

শুধু নাম নিলেই এ ভব তরিয়া যাই ॥

তবে নামটি নিতে হবে পরম যতনে।

এ জীবন যেন সার্থক হয় প্রেমভক্তি ধনে ॥

———

শ্রীশ্রীগুরুপ্রশস্তিঃ

১৩০৭ সালে মাঘের কৃষ্ণাপঞ্চমীতে প্রভুপাদ প্রকট হন।
অধম পতিত আমি স্মরি শুধু সেই শুভক্ষণ॥
৮৮ সালের ৫ই আশ্বিন মঙ্গলবার বেলা দেড়টায়।
আমার প্রভুপাদ গেলেন স্বধামোচিত নিত্য লীলায়॥
প্রভুপাদের অপ্রকট লীলার মুমূর্ষু কালে।
এই অধমের জীর্ণ দেহ ছিল তাঁর চরণ তলে॥
অসুস্থ লীলায় কয়েক বৎসর গৃহে ছিলে—হে লীলাময়।
তব পূজার কিছুই করিতে পারি নাই ওগো গুণময়॥
হে প্রভুপাদ! এই আশীর্ব্বাদ কর সদা মোরে।
তব চরণ যুগল যেন রাখতে পারি শিরে ধরে॥
অন্তিমকালে তব কর্ণে শুনাইয়াছিলাম গীতার বাণী।
তব কৃপাবলে দূর হয় যেন মোর আত্মগ্লানি॥
শ্রীগুরুদেব নিত্য বস্তু নিত্য কাল রয়।
শুধু আবির্ভাব আর তিরোভাব কৃষ্ণ ইচ্ছায় হয়॥
নরাধম কীট মুঁই নাহি জানি তত্ত্ব জ্ঞানে।
দিব্যজ্ঞান মাগি সদা নিষ্কপট মনে॥
শুনেছি সকল শাস্ত্রে শ্রীগুরুকৃপায়।
ঘোর অপরাধীও তরে যায় শ্রদ্ধায় হেলায়॥
সেই আশা ভরসাই আমার পথের সম্বল।
আর তোমার অহৈতুকী কৃপাই একমাত্র বল।
তোমার কাঙ্গাল তোমায় ডাকে, বুক ভাসে যেন নয়নজলে।
এ জগতে মোর সকলই আছে, শুধু তুমি নাই মোর কাছে॥

আত্মসমর্পণ করিয়াছি তব শ্রীচরণে।
সর্ব্বদা শ্রীগুরুচরণ পূজে এই অভাজনে॥
হে সর্ব্বশক্তির আধার ! বল হে নিষ্কপট মনে।
বর্ষণ কর তোমার কৃপাশক্তি এই নরাধমে॥
সর্ব্বশেষ দীন কালিদাস করে এই নিবেদন।
জন্মেজন্মে অবশ্যই থাকে যেন তব পদে মন॥
এ অধমজনে শেষের দিনে দিও হে চরণে ঠাঁই।
ওহে কৃপাসিন্ধু তব কৃপা যেন একবিন্দু পাই॥

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রী১০৮ শ্রীমদ্ অচ্যুতানন্দ গোস্বামী
শ্রীগুরু বিষ্ণুপাদপদ্মৈক সমাশ্রয়ি
দাসানুদাসাভাস—কালিদাস সাহা
বড়ালঘাট, নবদ্বীপ।

শ্রীবৃন্দাবনস্থ সৎ-সেবক আশ্রম হইতে
প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১।	মন্ত্রার্থ দীপিকা	১ম উপহার
২।	শ্রীশ্রীগৌরনাম সহস্রাবৃত্তি	২য় উপহার
৩।	হরিনাম মহামন্ত্র	৩য় উপহার
৪।	শ্রীশ্রীগৌর গোবিন্দের অষ্টকালীয় বহিঃ পূজাপদ্ধতি	১.০০
৫।	চিত্ত-প্রসূনাঞ্জলি	৩.৫০
৬।	সিদ্ধস্বরূপ এবং সেবা	৫.০০
৭।	শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলামৃত-কণ্‌	১৫.০০
৮।	শ্রীমদ্ভাগবত এবং ভাগবত জীবন	৮.০০
৯।	শ্রীমদ্‌ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কৃত ভক্তিগ্রন্থ-পঞ্চকম্‌	১২.০০
১০।	শ্রীগোবিন্দলীলামৃতম্‌	১০৩.০০
১১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্‌ (শ্রীভগবান ভক্ত-ভক্তি প্রসঙ্গ)	৮.০০
১২।	শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন মহিমা (শ্রীপাদ-সনাতন গোস্বামীকৃত বৃহৎ ভাগবতামৃত অবলম্বনে)	৪.০০

মুদ্রণে : তনুশ্রী প্রিণ্টার্স, ৪।১ই বিডন রো, কলি-৬